Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৮ এপ্রিল, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল, ২০১৫, সোমবার, ১৩ বৈশাখ, ১৪২২

জেলায় পলিত লেনিনের জন্মদিন

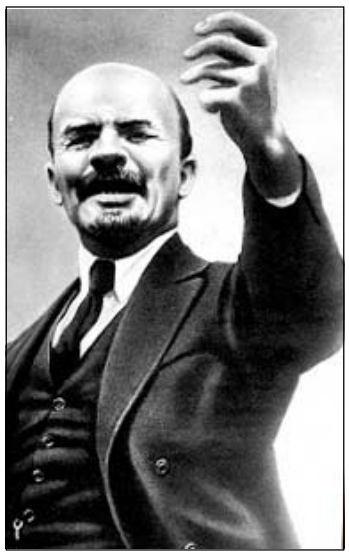

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ এপ্রিল, গলসি : ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন)-এর ১৪৬ তম জন্মদিন পালিত হয়েছে জেলার সর্বত্রই।

২২ এপ্রিল লেনিন-এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বুদবুদ-গলসি জোনাল-এর পাঁচটি স্থানে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলিত হয় এবং কুলগড়িয়া, গলসি, গোলগ্রাম, পারাজ ও বুদবুদে সি পি আই(এম) বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটির অন্তর্গত গলসি-৩, গলসি-৫ ও গলসি - ২, গলসি - ৪, গলসি - ১ ও বুদবুদ লোকাল কমিটির অন্তর্ভুক্ত পার্টি-সদস্যদের নিয়ে 'লেনিনের জীবন, ঐতিহাসিক অবদান ও বর্তমান সময়ে আমাদের বিপ্লবী কর্তব্য বিষয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে আলোচকরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সাইদুল হক, সৈয়দ হোসেন, বিশ্বনাথ দাস, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, মুস্তাক হোসেন, প্রতুল রায়, কমল সরকার।

গণতন্ত্ররক্ষার্থে ৩০ এপ্রিল বামফ্রন্টের ডাকে রাজ্যব্যাপী হরতাল

রাজ্যের পুরনির্বাচনে বেনজির সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের প্রতিবাদে, গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের দাবিতে ৩০ এপ্রিল ১২ ঘন্টার বাংলা বন্‌ধ-এর আহ্বান জানিয়েছে বামফ্রন্ট। এদিন রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড সেফটি বিল ২০১৪-র প্রতিবাদে ট্রান্সপোর্ট ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সি আই টি ইউ সহ সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। ২৭ এপ্রিল বর্ধমানে বীরহাটার পার্বতী মাঠ থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে ও পুরনির্বাচনে ভোট লুটের প্রতিবাদে এক দৃপ্ত মিছিল বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে উত্তর ফটকে এসে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। সি পি আই(এম) নেতা আইনুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পরপর ধাক্কায় বেসামাল কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ এপ্রিল : আমনের পর আলু, আলুর পর বোরো। লোকসানের এই ধাক্কায় আর ঘুরে দাঁড়াতে পারলেন না জামালপুরের চাষি আরশাদ আলি মোল্লা। প্রায় দেড় লাখ টাকা ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে নিজের বাড়িতেই গলায় গামছা দিয়ে আত্মঘাতী হলেন আরশাদ আলি মোল্লা(৪২)। আলুর দাম না পাওয়ার পর আত্মঘাতী হয়েছেন জেলাতে ৭ জন। এবার বোরোতে ২ জন আত্মঘাতীর পর সংখ্যা আরও বাড়বে।

চলতি বছরে আমনের পর আলুর দাম না পেয়ে সারা রাজ্যে ২৪ জন আত্মঘাতী হয়েছেন। জেলাতে এখনও পর্যন্ত ৯ জন। পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতে বোরো চাষিদের এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ধানের অভাবি বিক্রি আত্মঘাতী হওয়ার রাস্তায় ঠেলে দেবে। এদিকে মা-মাটি-মানুষের সরকার কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে থেকে আত্মঘাতী চাষির সংখ্যা নেই। রিপোর্টের বিরোধিতা করে কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক মদন ঘোষ জানান, পরিবর্তনের সরকার আসার পর ১১৭ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। সংগঠনে জেলা সম্পাদক আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল জানান মুখ্যমন্ত্রী একদিকে ঋণ মকুবের চিঠি লিখছেন। অন্যদিকে কৃষকের আত্মহত্যা নেই বলছেন। কোনটা ঠিক? দিল্লিতে কৃষক গজেন্দ্র সিং-এর আত্মঘাতী হওয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সমগ্র কৃষি

—এরপর চারের পাতায়

পুরভোটে গণতন্ত্রের বহ্ন্যুৎসব : ভোট-লুট, খুন, জখম

কাটোয়ায় মাস্কেটবাহিনীর তাণ্ডব

বিশেষ সংবাদদাতা : গণতন্ত্রের বহ্ন্যুৎসব প্রত্যক্ষ করলেন জেলার মানুষ। কাটোয়ার ঘটনা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে লজ্জা দিচ্ছে। অন্যদিকে লাগামহীন ভোটলুটের ঘটনা ঘটেছে কালনাতেও। ভাগীরথী তীরের অন্য ছোট্ট শহর দাঁইহাট তুলনায় ঘটনাহীন ছিল। কৃষিপ্রধান শহর মেমারিতেও অভিযোগ এসেছে গণতন্ত্রহত্যার। তবে কাটোয়ায় যেভাবে দিনভর গুণ্ডারাজ কায়েম হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। সন্ধ্যায় টিভিতে শিরোনামে; 'যত কাণ্ড কাটোয়াতে'। কাটোয়ার ভোট নিয়ে উত্তেজনা—আশঙ্কা ছিলোই। বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন। সেইসব আশঙ্কাকে ছাপিয়ে গেল এদিনের ঘটনাপ্রবাহ। ভোট সাড়ে তিনটে থেকে। গোটা শহর জুড়ে শুরু হয় বোমাবর্ষণ। কিন্তু এসবকে উপেক্ষা করে ভোটের লাইনে দাঁড়াল প্রচুর মানুষ। 'ভোট-ম্যানেজাররা' প্রমাদ গোনেন। শুরু হয়ে যায় কলঙ্কিত এক অধ্যায়।

সকালেই ১৪ নং ওয়ার্ডের পঞ্চবটীপাড়ায় তৃণমূল আর কংগ্রেসের বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় সংঘাত—বোমাবাজি-গুলি। গুলি লাগে তৃণমূল কর্মী ইন্দ্রজিৎ সিং(৩৮)-এর শরীরে। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

এরপর গোটা শহরে কার্যত গুণ্ডারাজ কায়েম হয়। চোখের সামনে যা ঘটতে থাকে এমন দৃশ্য 'সাউথ'-এর অ্যাকশন-প্যাকড্ ফিল্মেই দেখা যায়। সে তো থ্রিলার, সে তো পরাবাস্তব। কিন্তু চোখের সামনে মাস্কেটবাহিনীর 'বিয়েলিটি-শো' দেখে লজ্জায় ভয়ে ঘরবন্দী হন শহরবাসী। প্রথমে হুড খোলা গাড়ি, তারপর ৫টা বাইক, তারপর আর একটি বড় গাড়ি। গাড়ি আর বাইকে সাংঘাতিক দুষ্কৃতীদের শহরের বাইরে থেকে যাদের 'হায়ার' করে আনা হয়েছিল। মুখে 'কাপড় ঢাকা, হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, পিস্তল, বন্দুক, বোমা। বুথের পর বুথে ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে, বোমা আর বন্দুকের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে হামলা চালাতে থাকে তারা। ভেঙে ফেলা হয় ই ভি এম। বেলা যত গড়ায় শহর চলে যেতে থাকে মাস্তানবাহিনীর দখলে। থানার সামনে ১নং ওয়ার্ডের ছোট গার্লস স্কুলে ছাপ্পা চলতে থাকে। পুলিশ নির্বিকার। অভিযোগ, তখন থানায় বসে মন্ত্রী।

শাসকদলের এই 'গুণ্ডা-কন্ট্রোলের' ফলাফল হিসেবে মানুষ ঘরবন্দী হয়ে পড়েন। ভূমিকম্পের পরে আরও সুবিধা হয়ে যায় দুষ্কৃতীদের। কার্যত অবাধে চলতে থাকে ভোট-লুণ্ঠন। এর মধ্যে বামপন্থী কর্মীরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। কাটোয়া ভারতীভবনে ভোট লুটের ঘটনায় প্রতিবাদ জানায় বামেরা। প্রতিবাদ জানায় কংগ্রেস সমর্থকরা।

দুষ্কৃতীদের বোমা ও গুলিতে বেশ কয়েকজন জখম হয় এদিন। ৪নং ওয়ার্ডে মাস্টারপাড়ার স্বপ্না মুখার্জী ভোট দিয়ে ফেরার সময় বোমায় জখম হন। ১৭ নং ওয়ার্ডের টিংকু কর্মকার (কংগ্রেস সমর্থক) গুলিবিদ্ধ হন। ১নং ওয়ার্ডের প্রণতি ঘোষ ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে বোমায় আহত হন। ১৪ নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণাচন্দ্র সাহাও গুলিবিদ্ধ হন বলে জানা গেছে। আহত হয়েছেন দুই ভোটকর্মীও।

এই নারকীয় পরিস্থিতিতে প্রশাসন ঘুমিয়ে ছিলো বললে মিথ্যা বলা হবে। তারা জেগেই ছিলেন। বুথের ভিতর তাণ্ডব চালিয়ে যখন পরের বুথে গেছে মাস্কেটবাহিনী তখন আগের বুথটিতে পৌঁছাচ্ছে পুলিশ। একেবারে ফিল্মের

—এরপর চারের পাতায়

বিশ্ব পুস্তক দিবস ও শেক্সপিয়ারের জন্মদিন পালিত হল জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ এপ্রিল : কিশোর বাহিনী, বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কিশোর জগৎ ও ছোটদের কথা পত্রিকা সহযোগিতা বিশ্ব পুস্তক দিবস উপলক্ষ্যে পুস্তক প্রদর্শনী ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় জাগরী সভাকক্ষে। শেক্সপিয়ার-এর জন্মদিনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৯৩ থেকে বিশ্ব পুস্তক দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছে। ১৯৯৬ থেকেই কিশোর বাহিনী এই দিনটি পুস্তক প্রদর্শনী, বিপণন ও আলোচনাসভার মাধ্যমে পালন করে আসছে। এ বছরও উদ্‌যাপিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। পুস্তক প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান রামবহাল তেওয়ারি। আলোচনাসভাতেও বক্তব্য রাখেন তিনি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিশোর বাহিনীর জেলা সংগঠক প্রবোধ মণ্ডল ও সীমা মণ্ডল। স্বাগত ভাষণ দেন কিশোর বাহিনীর প্রধান সংগঠক ধীরেন সুর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধুমতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নমিতা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ছড়া পাঠ করেন শিশু সাহিত্যিক পরিতোষ কুরি। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুপর্ণা চক্রবর্তী, গল্প পাঠ করেন লুব্ধক মণ্ডল। গীতি- আলেখ্য পরিবেশন করেন সাধুমতী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও ছাত্রী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বি পি সি সি-র শিশু কিশোররা। পুস্তক প্রদর্শনীর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান মঞ্চ, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কিশোর জগৎ ও ছোটদের কথা প্রকাশনীর পুস্তকগুলি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রামবহাল তেওয়ারিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান ছোটদের কথা পত্রিকার সম্পাদিকা কল্পনা সুর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী।

দুর্গাপুরে শিল্পায়ন সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সুরেনচন্দ্র মর্ডান স্কুলে শেক্সপিয়ারের ৪৫০তম জন্মদিন পালিত হয়েছে আজ। 'শেক্সপিয়ার : অনুভব ও সংশয়' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন। সভাপতিত্ব করেন দীপক দেব। সঞ্চালনা করেন সুভেন্দু ব্যানার্জী।

নতুন চিঠি

২৭ এপ্রিল, ২০১৫

চোপ! সরকার চলছে!

চোপ! এই বাংলায় সরকার চলছে। স্বাধীনতার পর এমন সরকার কি রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে? স্বাধীনতার সাতটি দশক অতিক্রান্ত। আর বছর দুয়েক পর আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তী পালন করবো। সেই স্বাধীনতা লগ্ন থেকে এমন দিন বা আচ্ছে দিন পশ্চিমবঙ্গে বিরাজ করেনি বললেই চলে। এতগুলি নির্বাচন অতিক্রান্ত হয়েছে। কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, ৭২-এর কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তারপর পরিবর্তনের মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু মা-মাটি-মানুষের সরকার তাই সীমাহীন উচ্ছাস। আবেগে আন্দোলিত বাংলায় এই সরকার প্রতিষ্ঠার একশো দিনের মধ্যে মা-মাটি-মানুষের সমস্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রূপায়িত হয়েছে। বেকার যুবকের কর্মসংস্থান করেছে। শিল্পে জোয়ার এসেছে। বেকারি-অনাহার-অর্ধাহার দূর হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ছোট ছোট কুড়িগুলি ফুলে প্রস্ফুটিত শিল্প সুষমায় বিকশিত হয়েছে। সবর্ত্রই আনন্দ। পাহাড় হাসছে, জঙ্গল নাচছে। তাই উৎসব, মোচ্ছব চলছে সরকারের।

এর মধ্যেই গণতন্ত্রের উৎসব নির্বাচন সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পঞ্চায়েত ও পার্লামেন্টে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। পূর নির্বাচনও মহোৎসবে সম্পন্ন হল ৯১টি পুরসভা ও একটি কর্পোরেশনে। গ্রাম-শহর থেকে 'ভাইয়েরা' পিকনিকের মেজাজে বিলাসবহুল বাসে চেপে গিয়ে বিলাসবহুল গাড়িতে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির পর্যবেক্ষণ করেছেন। চোখ লাল করেছেন, গুঁতো দিয়েছেন। চাপা পরিবেশকে উল্লাসে পরিণত করেছেন। মানুষের ঠাঁ-ঠাঁ রোদে লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট লাঘব করে নিজেরাই সেই কষ্ট ভাগ করে নিয়েছেন।

এই না হলে ভাই। ভায়েরাই তো ভায়ের-বোনের, কাকা-কাকি, মামা-মামির পাশে থাকবেন। এটাই তো স্বাভাবিক। এত শান্তি, এতো শৃঙ্খলা, এতোই অবাধ আনাগোনা। পুলিশ আর প্রশাসনের কাজ এমন সুন্দর। ভায়েরা থাকলে পুলিশ প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা, সরকার-এর প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে যাবে। সরকার বাহাদুর। সাবাস! একদিন হয়তো গবেষণা করেই উদ্ধার করতে হবে রাষ্ট্র, পুলিশ, প্রশাসন বলে কোন বস্তু ছিল। নির্বাচনে ভোটদানের মধ্যে দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার কোনো পদ্ধতি ছিল। চোপ! সরকার চলছে! এমন মমতাময়ী গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক। কোনো ছোট ঘটনা, কোনো তুচ্ছ ঘটনা এই জয়ের ধারাকে প্রতিহত করতে পারবে না।

এ বি পি টি এ বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ—আমাদের কর্তব্য শীর্ষক আলোচনাসভায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেন। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক ও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তী। কনভেনশন উপলক্ষ্যে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে ৪১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্ত দেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, আইনুল হক প্রমুখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মার্ক টোয়েন কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে প্রয়াত হন? তাঁর কবে জন্ম?
২. কোন সাহিত্যিকের জন্ম ও মৃত্যুদিনে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়?
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন? কারা এই সম্মান দেন?
৪. বিশ্ব পুস্তক ও কপিরাইট দিবস কবে পালিত হয়?
৫. ২৩ এপ্রিল কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক, নাট্যকারের জন্ম ও মৃত্যু দিবস?
৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কবে মহিলারা শিক্ষার্থীর অধিকার পায়?
৭. দাদাঠাকুর-এর আসল নাম কী ছিল? তিনি কবে জন্মান?
৮. লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, গীতা সরকার এবং অমিয়া দত্ত কবে পুলিশের গুলিতে কোথায় শহিদের মৃত্যু বরণ করেন?
৯. পরশুরাম কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে প্রয়াত হন?
১০. টোগো দেশটি কোথায়? রাজধানী কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীনতা পায়?
১১. বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য কোন বিজ্ঞানী কত সালে নোবেল পান? তাঁর কবে জন্ম?
১২. দূরদর্শনে কবে থেকে রঙিন ছবি দেখানো শুরু হয়? কার কোন কোন ছবি দেখানো হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

রাজ্যে আলু চাষিদের দুর্দশা

তপোময় ঘোষ

খাদ্য হিসাবে আলুর স্থান চাল এবং গমের পরেই। আলু প্রধান খাদ্য বা স্টেপল বলেই ২০০৫ সালকে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক আলুবর্ষ হিসাবে পালন করে এর গুরুত্ব বুঝিয়েছিল। ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া দেশেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, সেই ১৯৪৯ সালেই হিমাচল প্রদেশের সিমলায় 'সেন্ট্রাল পটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউশন' (CPRI) স্থাপিত হয়েছিল। আবার এই খাদ্যের গুরুত্ব বিবেচনা এবং হিসাব করে 'আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (International Food Policy Institution) 'আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র' (CIP) জানিয়েছে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আলুর চাহিদা আরো ৪০ শতাংশ বাড়বে। (সূত্র : সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার)

আমরা বাঙালি, আমাদের খাদ্য তালিকা অনুযায়ী মাথা পিছু আলু লাগে বছরে ৩৫ কেজি। পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন বলেছে এবার ফলন ১ কোটি ১০ লক্ষ টন। (সূত্র : যোজনা এপ্রিল ১৫, পৃষ্ঠা ৪৩) গত বছরের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন বেশি। রাজ্যে হিমঘরের সংখ্যা ৪৫০। এগুলিতে আলু মজুত রাখার ক্ষমতা মেরেকেটে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ টন। অর্থাৎ হিসাব বলছে এ বছর যা আলু উৎপাদিত হয়েছে তাতে অনেক আলুই বাইরে থাকবে।

আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন যত বাড়ে উৎপাদকের অবস্থা ততই শোচনীয় হয়। এক্ষেত্রেও বাড়তি উৎপাদন সমস্যা হয়েছে। অর্থনীতির নিয়মে যোগান চাহিদার হিসাবে দাম কমেছে আলুর। আর এই বাড়তি দামের কারণে লোকসানে লোকসানে জরাজীর্ণ হয়েছে ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক। এই অবস্থায় ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। কিন্তু সেখানেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে রাজ্য সরকার। তারও কিছু কারণ আছে। মাস কয়েক আগে ছবিটা ঠিক উল্টো ছিল। খোলাবাজারে আলুর দাম এত বেড়েছিল যে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে বাইরে আলু পাঠানো বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সরকার অবস্থা সামাল দিতে পারে নি।

অবস্থা তখনও আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল কারণ দালাল, ফড়ে, মিডিলম্যানরা গোটা আলুর ব্যবসাটা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উৎপাদকরা যেমন দাম পায় না, তেমনি ও-প্রান্তের ভোক্তাকেও অনেক বেশি দামে আলু কিনতে হয়। এ আমাদের বাজার অর্থনীতির একটা চিরন্তন ভুলভুলাইয়া। প্রণব মুখার্জী, মনমোহন সিং, চিদাম্বরম, অরুণ জেটলি, কৌশিক বসু, অরবিন্দ পানাগড়িয়ারা এ ব্যাপারে একশোভাগ নিরুপায়। তাদের উপায় শুধু তত্ত্বে, তথ্যে অন্য বীভৎসা।

কারণ এখন সম্পন্ন চাষিরা আর কেউ তেমন চাষবাস করেন না। শুধু আলু কেন, সব চাষই তারা হয় বন্ধ করেছেন, অথবা খাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জমি তো আর ফেলে রাখা যায় না, তাই গরিবগুর্বো চাষিরা যারা একটু জমির কাঙাল, তারাই একটু কর্মসংস্থানের লোভে, একটু বাধ্য হয়ে, একটু লাভের আশায় চাষ করছেন। হিসাব বলছে পশ্চিমবঙ্গের আলুচাষিরা অধিকাংশই এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা অনেক কম। তাই তারাই আজ ব্যবস্থার শিকার।

ধার-কর্জ করে তারা চাষ করেছিলেন, গতবছরের হিসাব মাথায় রেখে। কিন্তু এবারের বাজার তাকে বিট্রে করেছে। মহাজন তো ছাড়েনি। ঋণভারে জর্জরিত সেই কৃষককে বাধ্য করেছে জীবন শেষ করে দেওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। মহাজনের তাগাদা, আলু গলগ্রহ, মাঠেই গাদ হয়ে আছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃষককে বিকল্প বাঁচার ভাবনায় উজ্জীবিত করার কেউ নেই। পাশে পঞ্চায়েত রাজ্য সরকার কেউ নেই।

ফলত কৃষকের আত্মহত্যা! অনেক আত্মহত্যা, সেই আত্মহত্যাকেও খাদ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ। তবুও কৃষক আন্দোলন আর সংবাদমাধ্যমের তৎপরতায় রাজ্য সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, রাজ্য সরকার সহায়ক মূল্যে ৫০ হাজার টন আলু কিনবে। অন্য রাজ্যে পাঠানোরও অনুমতি দিয়েছে ব্যবসায়ীদের। অন্য দেশে পাঠালে ভর্তুকি দেবে ঘোষণা করেছে।

কিন্তু এসবই লোক দেখানো আই ওয়াশ। কারণ আমরা জানি ভারতের আলুর গুণমান আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় খুবই খারাপ মানের। তাই আমাদের উৎপাদনের মাত্র .০৩ শতাংশ আলু রপ্তানি হয়। (সূত্র : যোজনা এপ্রিল, ২০১৫) ব্যবসায়ীরাও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্য রাজ্যে আলু পাঠাবে না। কারণ গত কয়েক মাস আগের অভিজ্ঞতা তাদের স্মৃতিতে টাটকা ঘা হয়ে আছে।

এদিকে একটি জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, আলু চাষিদের দুর্দশা দূর করতে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর জয়মাল্য বাগচিকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে তীব্র ভৎর্সনা করা হয়েছে রাজ্য সরকারকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

রাজ্য সরকার ব্যস্ত থাকে 'মাটি উৎসব', 'মাটি তীর্থ', 'কৃষি মেলা', 'শিল্প-কৃষি মেলা' সংগঠিত করে অসংখ্য অকৃষক মধ্যস্বত্বভোগীদের পাইয়ে দিতে। দিকে দিকে কৃষাণ বাজার (মাণ্ডির) নীল সাদা দীপ্ত উপস্থিতি, কিন্তু আলু কেনা হয় নি। ফলত চাষি মরছে। সবাই আত্মহত্যা করার সুযোগ (!) পাচ্ছে না, কারো কারো হার্ট অ্যাটাকও হচ্ছে।

আর এই বিড়ম্বনার ফাঁকে কেউ কেউ আক্ষেপ করছেন, এত সব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, কিন্তু কোনো আন্দোলন নেই। কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে না। (সূত্র : সুজিত চৌধুরী, দি স্টেটসম্যান, ১৩, এপ্রিল, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৭)। তাকে বোঝানো উচিত, তার পর্যবেক্ষণ ঠিক নয়। কৃষক আন্দোলন হচ্ছেই।

গত অক্টোবর মাসের ১৫-১৯ তারিখ সারা রাজ্যের ৩৮,০০০ গ্রামের আলপথেও যে কৃষক জাঠা সংগঠিত হয়েছিল, কী দাবি ছিল সেসব জাঠা-পদযাত্রায়?

সুজিত চৌধুরীদের নিজেদের কাগজেই তো বিভিন্ন সময়ে শিরোনাম হয়েছে সেই সব আন্দোলনের। সচিত্র সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে ''কৃষকরা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন।'' কোন ধরনের জঙ্গি আন্দোলন চাইছেন মান্যবররা? ঠিক কতটা মাত্রায় আন্দোলন হলে জনজীবন স্তব্ধ হবে না, অথচ দাবি পূরণ হবে, কৃষকসভার হয়ত জানা নেই। অন্য কারো জানা থাকলে জেনে নেওয়া যেত।

আমাদের এই বর্ধমান জেলায় যতজন আলুচাষি আত্মহত্যা করেছেন তার বিস্তারিত সংবাদ আমরা তুলে ধরেছি। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য বিধানসভার বামফ্রন্ট সদস্যরা আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে জেলায় এসে মৃত কৃষকদের বাড়ি গিয়ে সরেজমিনে অবস্থা দেখে এসেছেন। তাহলে? ১৫-১৯ অক্টোবর আলু চাষে আগে দাবি, সরকারকে চেতাবনী, চরম পরিণতির পরও বামফ্রন্ট মাঝের সময়টাতেও পাড়ায় পাড়ায় কৃষকসভার কর্মীরা আলুচাষিদের সঙ্গে ছিলেন। সংগ্রামের ময়দানে ডেকে এনেছেন হাতে ধরে। তবুও তাদের বাঁচানো যায়নি। এ শোক আমরা রাখবো কোথায়? মা-মাটি-মানুষের সরকারের সমর্থকরাই বলে দিন।

শিক্ষকদের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল : অবিলম্বে বকেয়া ৪৮ শতাংশ ডি.এ, মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়ানো, ষষ্ঠ পে-কমিশন গঠন, পঠন-পাঠন ব্যতিরেকে তাদের অন্য কাজে যুক্ত না করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে সি. এম.এস. আই ভবন রানিগঞ্জ-এ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি রানিগঞ্জ চক্রের ৪৮ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিক্ষক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা কার্তিক মণ্ডল। খসড়া রিপোর্ট পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক দেবব্রত দাশগুপ্ত। এদিন নির্মাল্য সেনগুপ্ত ও দেবব্রত দাশগুপ্তকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক, ১১ জনের সার্কেল কমিটি ও ২১ জনের সার্কেল পরিষদ নির্বাচিত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে এস এফ আই-এর ডেপুটেশন ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এস এফ আই ডেপুটেশন দিল উপাচার্যকে। তাদের দাবি অবিলম্বে ত্রুটিবিহীন পার্ট-২ ফল প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া রিভিউর রেজাল্ট সময়ে প্রকাশ করতে হবে। মোট ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে মিছিল করে রাজবাটিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাজবাটিতে ঢুকতে গেলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বাধা দেয়। গেটের ভিতর থেকে গালিগালাজ করা হয়। পরে এস এফ আই-এর একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে। তারা অবিলম্বে অপদার্থ উপাচার্যের অপসারণ দাবি করে।

অন্য সংস্কৃতি

জলতরঙ্গ

স্বপন ঘোষচৌধুরী

নীলমণির গলার স্বর বাঘের মতো। পাড়ার সবাই এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত। নীলমণি শীর্ণকায় নয়। পাটকিলে চামড়া, কালো চুল, কটা চোখ এবং দাঁড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো।

নীলমণির কোনও স্টাইল নেই। কখনও পরে ধুতি কখনও পায়জামা। পাড়া-বেপাড়ায় সর্বত্র এই পোশাক। তাই নীলমণিকে লোকে গলার স্বরেও যেমন চেনে, পোশাকেও চেনে। ওর স্বাভাবিকতা সকলের জানা। গলার স্বর বাঘের মতো হলে কী হবে, বেশ ভীতু ওর স্বভাব। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না, বিবাদে যায় না, কেউ ওকে ধমক দিলে কিংবা কটু কথা বললে মুখ নিচু করে থাকে।

ছোট বেলা থেকে ওর এইরকম স্বভাব দেখে ওর এক মেসো বলেছিল বাপ-মা'র শিক্ষার অভাবে ছেলেটা গোল্লায় যাচ্ছে।

তাই শুনে কে যেন বলেছিল—ওর বাপ বোধ হয় ভুল করে ছেলেটাকে কাঁচাগোল্লা খাইয়ে দিয়েছিল। কাঁচাগোল্লা যে খাবে, নিশ্চিত গোল্লায় যাবে।

এমন অবিশ্বাস্য কথা শুনে অনেকেই হেসেছিল, কিন্তু লালমোহন ঘাড় নেড়ে বলেছিল—এ হো শেকতা হ্যায়। হামরা ছোটা ভাই ছোটনো হিলারী খাতা থা, এখন ওর হয়েছে কি, সোব কুছুতেই প্যাঁচ খিলায়। খানা কা সাথ স্বভাবকা বহুত মিল হো যাতা। এতো একদম সাচ্ বাত আছে।

এমন অকাট্য উদাহরণ শুনে উপস্থিত সকলের চোখ কপালে উঠেছিল।

কিন্তু নীলমণি কোনও প্যাঁচপাঁচের ধারে কাছে যায় না, ঘেষে না। ওর মুশকিল হচ্ছে সুমিত্রাকে নিয়ে। ওকে দেখলেই নীলমণির হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়, বুকের মধ্যে রেলগাড়ি ছোটার মতো ধকধক অনুভূতি হয় এবং মাথাটা মেনি বিড়ালের মতো একদিকে কাত হয়ে যায়। তখন ওর চারপাশ ঝাপসা হতে হতে একসময় অন্ধকার হয়ে যায়, মনে হয় কেমন যেন একটা সুবাস ওর নাকের মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে সমস্ত শরীর ম ম করে দিচ্ছে। তখন গায়ে কেমন একটা শিরশিরে ভাব, কানে যেন কত রকমের বাদ্য বাজছে আর দৃষ্টি ঝাপসা হতে হতে সব যেন অন্ধকার হয়ে যায়। এই অন্ধকারের মধ্যে তখন দেখা যায় ঝাকে ঝাকে তারা আর গন্ডা গন্ডা চাঁদ।

একটু পরে সব ফরসা। ততক্ষণে সুমিত্রা চোখের আড়ালে চলে গেছে। এইসময় নীলমণি জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে শরীর এবং মন স্বাভাবিক করে নেয়।

বিদ্যেবুদ্ধি নেহাত কম নয়। ভাল ছাত্র ছিল এবং পরীক্ষা দিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরিও পেয়েছে। কিন্তু সকলের আড়ালে, সকলের চেয়ে দূরে নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে থাকতে ভালবাসে। আর একটা জিনিস ভালবাসে, তা হল মানুষ। ভাল মানুষ। আর তাই সাধারণ মানুষের চেয়ে নিজেকে তাফাতে রাখে এবং এরই মধ্যে ভাল মানুষের সন্ধান করতে থাকে।

আঠাশ বছরের জীবনে একজন মানুষ অন্য মানুষ চেনার ক্ষেত্রে কতটা দক্ষতা দেখাতে পারে তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত আসা সম্ভব হয় না। সমস্তটাই সন্ধানকারীর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

নীলমণির বাবা স্কুলের বাংলার শিক্ষক। মাস্টারমশাইরা যেমন রাশভারি থাকেন, নীলমণির বাবা কমনকক্ষে তেমন নন বরং উল্টোটা। সর্বদাই হাসিখুশি। তার এই স্বভাবের জন্যে তিনি সকলের খুব প্রিয় মানুষ। ঠিক উল্টোটা হল নীলমণির মায়ের স্বভাব। একেবারে আফ্রিকার সিংহ। আকারে পালোয়ান। মাথাভর্তি চুল এবং রক্ষাকালীসম গাত্রবর্ণ। কথায় কথায় হুংকার এবং দেখে নেবার হুশিয়ারি। কমলকৃষ্ণ আপন বিদ্যাবুদ্ধি এবং অশেষ ধৈর্যগুণে স্ত্রীর আচরণের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন। যতই হম্বিতম্বি করুন, কমলকৃষ্ণের স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছে সব বিষয়ে হেরে বসে আছেন। এই একজনার সামনে কোনও হাম্বিতম্বি করেন না, কারণ তিনি জানেন সব হম্বিতম্বি বৃথা যাবে এবং তার চেয়ে বড় কথা—শাড়িটা, গয়নাটা চাইলে পাওয়া যাবে না। তাই কমলকৃষ্ণ কখনও কোনও হম্বিতম্বির সামনা সামনি হননি।

কিন্তু নীলমণি ওর মায়ের রুদ্ররূপ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ও জানে মায়ের এই হম্বিতম্বি আদতে শূন্য, আকাশে তলোয়ার ঘুরিয়ে যুদ্ধ করার সামিল, তাই মায়ের গলাবাজির কোনও প্রত্যুত্তর হয় না।

নীলমণির এই আঠাশ বছরের জীবনে এবং যৌবনে ওকে সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সুমিত্রা। মনে মনে একেই কামনা করে এসেছে। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারেনি। বাবা-মাকে এমন কথা বলা যায় না। শুধু তেমন কোনও বন্ধু নেই যে এসে বাড়িতে কথাটা বলবে। তাছাড়া ওর সিংহর মতো ভরাট গলা শুনে লোকে ভাববে নিশ্চয় বেশ রাশভারি আর গম্ভীর। আসলে এর ভেতরটা কেউ বুঝতে চায়নি বা পারেনি।

কিন্তু আর কেউ চিনুক না চিনুক মা ঠিক চিনে নেয়। আর সকলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়, মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অন্তর্যামীর মতো সব কিছুই মায়ের গোচরে চলে আসে। ঠিক এই নিয়মে নীলমণির সুমিত্রাপ্রীতির বিষয়টাও ওর মায়ের গোচরে এসে গিয়েছিল।

মেয়েদের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ ক্ষমতা থাকে যা পুরুষদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তা হল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। তাই অনেক বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা করে গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নীলমণির মা তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। তিনি ভাল করেই জানেন, এ ব্যাপারে স্বামী দরাজহস্ত। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার দরকার হয় না, কারণ স্ত্রী যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা খুবই ভেবেচিন্তে নেওয়া।

তবে এক রবিবার দুপুরে ভাত খাওয়া শেষে কমলকৃষ্ণ যখন রবিবারের রুটিনমাফিক সাপ্তাহিক বিশ্রাম নেবার জন্যে খাটে গা এলিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তখনই গিন্নি এসে কথাটা পাড়লেন।

কমলকৃষ্ণ তো প্রথমেই বেশ জোরে হেসে উঠলেন। স্ত্রী হাতের তালু দিয়ে স্বামীর হাঁ মুখ চেপে ধরলেন—ও আবার কী! হেসে যেন গড়াগড়ি। ছেলের বিয়ের কথা শুনে এমন হে হে করার কী আছে! হাসতে চাও ফিক ফিক করে হাসো।

স্ত্রীর বাধ্য স্বামী হা-হা থামিয়ে দিলেন। ফিক ফিক হাসিও বন্ধ। স্ত্রী বললেন—সুমিত্রার জন্যে আমাদের নীলু তো প্রায় পাগল। সুমিত্রাকেও দেখেছি লুকিয়ে চুরিয়ে নীলুর সঙ্গে কথা বলে। এখন চার হাত এক করার জন্যে যা যা করার করতে হবে।

—আমরা করতে হবে বললেই তো আর করা যাবে না! ওর বাবা আছে মা আছে। তারাই তো সর্বেসর্বা। আগে ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার—কমলকৃষ্ণ গোটা দেহ খাটে এলিয়ে দিলেন।

স্ত্রী বললেন, আমি ধীরেসুস্থে পরশু দিন সুমিত্রার মায়ের কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। শুনে বললে, সোনার চাঁদ ছেলে আপনাদের। এই বয়সে ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়া চাট্টিখানি কথা! এ একেবারে রাজ যোটক হয়ে যাবে।

—ব্যাস ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল। বলে কমলকৃষ্ণ চোখ বুজলেন।

গিন্নির ঠেলা খেয়ে চোখ খুলতে হল—সব অমিই করব আর তুমি সারা হপ্তা স্কুল করবে আর ছুটির দিন পড়ে পড়ে ঘুমুবে?

কমলকৃষ্ণ সাফাই গাইলেন—ধ্যাৎ, কী যে বলো। আরে ছেলের বিয়ে আর কী এমন কঠিন সমস্যা, ও আমি আজই মিটিয়ে দেব।

এই কথা শেষ হতে না হতে সদরে কড়া নড়ে উঠলো। কমলকৃষ্ণ গিয়ে দরজা খুললেন। সুমিতার বাবা এবং মা।

কমলকৃষ্ণ হতবাক। ভরদুপুরে স্বামী-স্ত্রী যুগল এবং প্রসন্ন মুখে, হাতে ঢাউস একখানা মিষ্টির প্যাকেট।

—আসুন আসুন। কমলকৃষ্ণর সাদর আহ্বান, —ভেতরে আসুন। কী সৌভাগ্য আমাদের।

—ভেতরে তো যাবই, কিন্তু যে কথা বলতে এসেছি তাতে সম্মতি না দিলে কিন্তু খুব রাগ করব।

কমলকৃষ্ণর হাহা হাসির সঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ—আরে নিমাইবাবুরা কী বলছেন শোনো রমলা। আমরা নাকি সম্মতি দেব না। প্রসঙ্গ তোলার আগেই জানিয়ে দিই, আমাদের সম্মতি আছে। সুমিত্রার মতো এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে!

রমলা এগিয়ে এসে সুমিত্রার মায়ের হাত ধরলেন।

মিষ্টিমুখ যখন চলছে তখন নীলমণির মোবাইলে বাজনা বেজে উঠলো—হ্যালো!

ওপার থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর, তোমার সেই গম্ভীর গলা কোথায় গেল?

—কোথায় গেল মানে?

—বলছি গর্জনের বদলে বিড়ালের মিউমিউ!

নীলমণি বলল, —খড়িমাটি খেয়েচি!

পুস্তক পরিচয়

একটি আত্মজৈবনিক সমাজচিত্র

অরুণ মজুমদার

কোনো এক প্রাজ্ঞপুরুষ আহ্বান জানিয়েছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের প্রতি ইতিহাস লেখার জন্য। ইতিহাস লেখা শুধু ঐতিহাসিকের কাজ নয়। শান্তিরানী ঠাকুর লিখেছেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে। শান্তিরানীর বয়স বইটি লেখার সময় ছিল নব্বই। আমার মায়েরই বয়সী। উত্তর বাঙলার ডুয়ার্সের রাঙামাটি চা বাগানে জন্ম। বড় হন দোমহানি রেলওয়ে কোয়ার্টারে বাবার কাছে। সেখান থেকে বীরভূমের পাহাড়পুর গ্রামে আসেন বৈবাহিক সূত্রে। স্বামী সৌরেশ চন্দ্রঠাকুর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। অদ্বৈতমহাপ্রভুর পালিতপুত্র ঈশাননাগর ঠাকুরের অধস্তন পুরুষ। সারস্বত সাধনার চর্চা পরম্পরায় ছিলই। শান্তিরানী জীবনসঙ্গী হিসাবে এহেন মানুষকে পেয়ে আহ্লাদিতই ছিলেন। প্রথাগতভাবে লেখিকা নন, কিন্তু উত্তরবঙ্গের চা বাগানে অঞ্চলগুলির বিবরণ থেকে সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। যে-কোনো গবেষকই ইতিহাসের অসংখ্য উপাদান খুঁজে পাবেন এই বইটি থেকে। আবার তৎকালীন গ্রাম বাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, পূজাপার্বণ, আচার লোকাচার সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। এই প্রতিবেদক বাল্য এবং কৈশোর চা বাগানে কাটিয়েছে। পরবর্তীতে কর্মসূত্রে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কোচবিহারের অসংখ্য গ্রাম ভ্রমণ করেছে। দোনহালির কঙ্কাল দেখেছে, আজ পরিণত বয়সে শান্তিরানীর লেখা পড়ে আবারো পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে। নস্টালজিয়া আক্রান্ত হই। চার ছেলে, ১ মেয়ে নিয়ে নিটোল সংসার। ছেলেমেয়ে, জামাই সবাই কৃতী। বৃদ্ধবয়সে শান্তিরানী পাহাড়পুয়েই বাস করেন। প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত হয়ে থাকা আজন্ম অভ্যাস। আওড়ে যান স্বামীর কবিতার পংক্তি—বাঁশরিয়া, বাঁশি অনেক বাজালে/এই বার করো সিংহ নাদ,/ ধরো দৃঢ় করে অশ্ববল্গা। সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন তখনকার, এখনকার দুই সমাজের কথা। শান্তিরানী আমারও মাতৃস্থানীয়া। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম এই অসামান্য সমাজ দর্পণটি তুলে ধরার জন্য। আরো অনেকদিন সারস্বত পরিসরে বাস করুন এবং আনন্দে থাকুন। বইটি সম্পাদনা করেছেন এক পুত্র দেবেশ ঠাকুর। এই অংশটায় প্রশংসায় আগল টানতেই হচ্ছে। আরো একটু নজর দিলে ভালো হত।

দামোদর গ্রুপকে ধন্যবাদ এই সুন্দর উপহারটি পাঠকদের হাতে তুলে ধরার জন্য।

পাহাড় থেকে পাহাড়ে :
শান্তিরানী ঠাকুর
প্রকাশক - দামোদর গ্রুপ
দাম - সত্তর টাকা

যাত্রা

অরবিন্দ সরকার

চৌচির, তুমি হাটু গেড়ে বসে থাকো
নীল আকাশের বুকে সংঘর্ষ
দোপাটি ফুলের কুড়ি দেখা যায়
ছড়ানো কালো মেঘের ব্যপ্তি
ফ্যাকাসে চাঁদের আলোর ঢেউয়ে
পৃথিবী ভাসে,
পোড়া গাছে ঝোলে সুন্দর পাথর ফল
এই গরিমা বুকে পিঠে মাথায় নিয়ে
হাঁটের সময়ের পথ ধরে
এগিয়ে যায় নিস্তরঙ্গ মানুষেরা
ছদ্মবেশে পেরিয়ে যায় অনন্ত
জলাভূমির দিকে।

***

সমগ্রতা

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

বুকের ভিতর নদীর গান
ঢেউয়ের সমগ্রতা ...
দিগদিগন্তে মিলনমেলা
উৎসবেতে প্রাণের খেলা
ভুলেছি সব ব্যথা
নদীর গানে বুক ভরেছে
অচিন বাউল গান ধরেছে
শুধুই স্রোতে ভাসা
চিরন্তন এ সঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে সূর্যোদয়
শুধুই যাওয়া-আসা।

অণুগল্প

হাল ধরার গল্প

পার্থ চৌধুরী

অনল বোস। কয়রাপুর গাঁয়ের জমিদার বংশের শিবরাত্রির সলতে। বাপের জমিদারি। বাপ গিয়েছেন। জমিদারিও। তবু গুমর যায় নি। বিলাসিতাও। এমনিতে মানুষটা দিলখোলা। মাঝেমাঝেই 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া/বড়া সাব দিলদরিয়া' বলে সপার্ষদ বেড়িয়ে পড়েন। কখনো শিকার কখনো নৌকাবিহারে। সেদিন শিকারে যাচ্ছেন। বাবার দেওয়া অস্টিন-এ চেপে। উপলক্ষ 'শিকার-খেলা'। বয়স্য অরুণ ঠাকুর। অরুণ ঠাকুর গরিব মানুষ। দু-চার বিঘে জমি আছে। পার্ট-টাইম কথকতা করেন। চারণ ও গান। যাত্রাদলে বিবেকের রোল একেবারে বাঁধা।

যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন বাবু অনল। স্টিয়ারিং-এ হাত ব্যথা। বললেন, গাড়ি চালাতে জানো অরুণ?

অরুণ বললেন, 'উঁহ''

''তুমি তো দেখছি আমড়া কাঠের ঢেঁকি।'' কোনোরকম কেঁদে-কঁকিয়ে বালির চর-এ এসে পৌঁছলেন দু'জনে। 'বন্দুক ধরতে জানো অরুণ?'

—নাহ্। কী করে জানবো

—পাখি মারতে?

—আমার মায়া লাগে।

—হুম! গীতা পড়নি তা হলে! তুমি তো দেখছি একেবারে ভেঁতো। গুবুরে পোকার মতো।

বলে বন্দুক দিয়ে গোটা চারেক তিতির মেরে সদর্পে গাঁ-মুখো হলেন অনল বোস। গর্বে টইটম্বুর।

পরের আর একদিন। বাবুর শখ হয়েছে বোটে চাপবেন। শখের দাম লাখ টাকা। ভাড়া করা বোট। আজ সঙ্গী আবার অরুণ ঠাকুরই।

কানার পা খানায় পাড়ে। যেতে যেতে দলদলে বোট গেল আটকে। ঝাঁঝি শ্যাওলার পথ চলা দায়।

গুণ টানতে জানেন কর্তা?—অরুণ জিগ্যেস করল।

—না-তো।

—তবে! বলে বিনা বাক্য-ব্যয়ে অরুণ ঠাকুর গুণ টেনে মাঝ নদীতে নৌকা নিয়ে এলো।

এদিকে তখন ঝড় উঠছে আকাশ জুড়ে। কপাল মন্দ হলে যা হয়! মাঝির আবার শরীর খারাপ। অম্লশূল চাগাড় দিয়েছে। হাল ধরবে কে? অরুণ বললো—হাল ধরতে জানেন কর্তা?

—না তো।

—তবে! বলে সপাটে হাল ধরে নৌকো সোজা করলো অরুণ ঠাকুর।

ঝড় থেমে গেল। আকাশ মেঘমুক্ত। মনে শরিফ মেজাজ। বাবু বললেন, একটা গান হলে মন্দ হতো না!

—অরুণ বললেন, গান জানেন কর্তা?

—না! না!

—তবে আর কী! আপনি দেখছি কিস্যুই জানেন না! হাল ধরতেও —না, গানেও—না।

চরাচর কাপিয়ে উদাত্ত গান ধরলেন অরুণ ঠাকুর—

দেখবি যদি
আয় রে আয়।
চৈতন্যের ইস্‌কুল
হলো
প্রেমের নদীয়ায়।

মাঝ আকাশে চাদ মিটিমিটি হাঁসছে তখন। **(ছায়াবলম্বনে)**

পূর্বস্থলীতে যুব সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ এপ্রিল : ১৮ ও ১৯ এপ্রিল পারুলিয়া বাজারে হয়ে গেল ভারতের যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী জোনাল সম্মেলন। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্য যুবনেতা পার্থ মুখার্জী, বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক উদয় রায়, জোনাল সম্পাদক বিন কাশিম সেখ ও প্রদীপ সাহা। বক্তারা রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি সুমিত বিশ্বাস। শ্যামল চৌধুরী, উত্তম হাজরা ও কমলা কুড়িকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন।

সম্মেলন থেকে ২৪ জনের জোনাল কমিটি গঠিত হয়। শ্যামল চৌধুরী সভাপতি, বিন কাশেম সেখ সম্পাদক ও হিলটন রায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

কাটোয়ায় মাস্কেটবাহিনীর তাণ্ডব

—প্রথম পাতার পর

কায়দায় পুলিশ দুষ্কৃতীদের পিছন পিছন চলেছে অনুগত 'লক্ষ্মণ' ভাইটির মতো।

দিনভর তাণ্ডবের শেষে হোয়াটস্-অ্যাপ বার্তা দিয়েছেন প্রশাসন। জানা গেছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। ৫টি বাইক, ১টি পিস্তল, ৫০টি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। ১১ জন কংগ্রেস কর্মী ও ৫ জন তৃণমূল কর্মীকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য পুলিশই ধরাপড়া দুষ্কৃতীদের ছেড়ে দিয়েছে এমন অভিযোগও উঠেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, অন্য তিনটি পুরসভায় কোনো গ্রেপ্তারের খবর নেই। জেলা পুলিশ সুপার কুণাল অগ্রবাল যখন এই খবর দিচ্ছেন তখন জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন জানিয়েছেন কাটোয়ায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও অন্য তিনটি পুরসভাতে শান্তিতেই ভোট শেষ হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, কাটোয়ায় ৬১ শতাংশ, কালনায় ৮৫ শতাংশ, দাঁইহাটে ৭৮ শতাংশ এবং মেমারিতে ৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। সোমবার কাটোয়ার ৮টি বুথে পুনর্নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে মেমারিতেও ভোট হয়েছে শাসকের মর্জিমাফিক। শাসকদলের কর্মীদের অতিতৎপরতা চোখে পড়েছে। দুপুরের পর ৪ নং ওয়ার্ডে ভোট-লুট করতে এলে প্রতিরোধের মুখে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী স্বপন ঘোষালের বাহিনী। মেমারির পুরসভায় ১৫নং ওয়ার্ডে তৃণমূল হোসেনারা খাতুন তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ দলের বিরুদ্ধেই। চক্রান্ত করে তাকে হারিয়ে নির্দল প্রার্থী আলেয়া বেগমকেই জেতানোর চেষ্টা করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা—এই তাঁর অভিযোগ। তুলনায় ঘটনাবিহীন ভোটপর্ব ছোট শহর দাঁইহাটে।

মেমারি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা, জানাচ্ছেন, মেমারিতে ৪৯ নং সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে বাইরেথেকে লোক এনে জমায়েত করে রাখে তৃণমূলিরা। ১৩নং ওয়ার্ডের বুথ ক্যাম্প ভেঙে দেয়, বেলা ২টো নাগাদ তৃণমূল প্রার্থীর নেতৃত্বে ৭০/৮০ জন বাইরের লোক নিয়ে গিয়ে বুথ দখল করে বেশ কিছু ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়েছে। ৫নং ওয়ার্ডে প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে সি পি আই(এম) এজেন্ট পিন্টু ভট্টাচার্যকে বুথ থেকে মারতে মারতে বের করে দেওয়া হয়। ৩ নং ওয়ার্ডের তৃমমূলের একটা ৫০ জনের দল বুথ দখল করার চেষ্টা করতে এলে এলাকার মানুষ প্রতিরোধ করলে দুষ্কৃতীরা পিছু হটে। বেলা দুটোর পর থেকে ভোট-লুট আর সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়তেই থাকে। ২নং ওয়ার্ডে বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে বুথ থেকে বার করে দেওয়া হয়। ছাপ্পা ভোট দিতে গেলে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়ান।

গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হবার ঘটনায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে মিডিয়া। আক্রমণের মুখে, হুমকির মুখে দিনভর কাজ করে গেছেন সংবাদকর্মীরা। মানুষের অসহায়তা আর গুণ্ডাবাহিনীর দাপট তরঙ্গ বেয়ে টিভির পর্দায়, কাগজের পাতায় উঠে এসেছে। মানুষ শিউরে উঠেছেন। সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক মাধ্যমে বেঁচে উঠেছেন লালমোহনবাবু। শিরোনাম হয়েছে; 'যত কাণ্ড কাটোয়াতে।'

—ভোট লুট ও গণতন্ত্র, হত্যার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে কাটোয়া, কালনায় প্রতিবাদ মিছিল করে সি পি আই(এম)। দলমতনির্বিশেষে নাগরিকদের এই অন্যায়ের প্রতিকারে এগিয়ে আসায় আহ্বান জানানো হয়। কাটোয়ায় মিছিলে ছিলেন দলের নেতা অঞ্জন চ্যাটার্জি, সুদীপ্ত বাগচী, সুরাত আলি প্রমুখ। সুবোধ স্মৃতি ভবন থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মিছিলটি। সাধারণ মানুষ বেরিয়ে এলে বামপন্থীদের এই প্রতিবাদকে স্বাগত জানান। কালনাতেও প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন বামপন্থীরা। দলের নেত্রী অঞ্জু কর-এর নেতৃত্বে মিছিল হয়। সোমবার গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে বর্ধমানেও মিছিল করছে বামপন্থীরা। অমল হালদার, আইনুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন।

কালনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বহিরাগত দুষ্কৃতীদের জমায়েত দেখে নির্বাচনের আগেই ভোট-লুটের আশঙ্কা করে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শনিবার কালনা পুরসভা নির্বাচনে একটার পরএকটা বুথ দখল হয়ে যায়। বাম প্রার্থী ও এজেন্টদের মারধর করে পুলিশের সামনেই বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তৃণমূলিদের হাত থেকে রেহাই পাননি বাম নেতা কর্মী থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীও। আক্রান্ত বামপ্রার্থীরা কালনা পুর নির্বাচন আধিকারিকের নিকট লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে সেখানেও তাঁদের হেনস্থা হতে হয়। বিক্ষোভ শুরু হলে যখন অভিযোগ নেওয়া হয়, তখন ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে।

সি পি আই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু কর জানান, ভোটের ছদিন আগে থেকেই তৃণমূলি বহিরাগত দুষ্কৃতীরা জমায়েত শুরু করে। ভোট-লুটের আশঙ্কা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানোও হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শনিবার নির্বাচন শুরু হতেই বামপ্রার্থী ও এজেন্টদের মারধর করে বুথ দখল শুরু হয়। বুথ দখল হয় ৫নং ওয়ার্ডের ৮ ও ৯ নং বুথ, ৬নং ওয়ার্ডের ১০ ও ১১ নং বুথ, ১০ নং ওয়ার্ডের ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং বুথ, ১২ নং ওয়ার্ডের ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ নং বুথ, ১৩ নং ওয়ার্ডের ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ নং বুথ, ১৪ নং ওয়ার্ডের ৩৮নং বুথ, ১৫ নং ওয়ার্ডের ৪১ ও ৪২ নং বুথ এবং ১৬ নং ওয়ার্ডের ৪৩, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং বুথ।

অঞ্জু কর আরও জানান, '৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী নূপুর সাঁতরাকে বুথে ঢুকতে দিচ্ছে না বলে খবর পাই। আমি সেখানে গেলে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে আমিও আক্রান্ত হই পুলিশের সামনেই। ১৩ নং ওয়ার্ডের বাম মহিলা প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল বুথে ঢোকার আগেই তাঁর পরিচয়পত্র ও মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়। ৫নং ওয়ার্ডের বামপ্রার্থী সুধীর হালদারকে ঐ ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী স্বয়ং মারধর করে বুথ থেকে বের করে দেয়। ১৬ নং ওয়ার্ডের বুথ এজেন্ট ছিলেন রানু মুখার্জী। তাঁকে রীতিমত খিস্তি-খেউর করে বুথ থেকে তাড়িয়ে দেয়।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো ভোট হয়েছে 'উৎসবের মেজাজেই'। তবে হয়েছে গণতন্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় প্রশাসন। লজ্জায় অধোবদন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। ভোটদানের নাগরিক অধিকার উপহাস-এ পরিণত হচ্ছে দেখে ক্ষোভ বাড়ছে তাদের মধ্যে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ল্যাংহন ক্লিমেন্স, ১৯১০ সালের ২১ এপ্রিল, ৩০-১১-১৮৩৫; ২। মার্ক টোয়েন; ৩। ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল, হিন্দু-ল কমিটি; ৪। ২৩ এপ্রিল; ৫। স্পেনের সাহিত্যিক, কবি কাবভেন্টাসের এবং ইংরেজ মহাকবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র; ৬। ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল; ৭। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, ১৮৮১ সালের ২৭ এপ্রিল; ৮। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল, কলকাতার রাজপথে; ৯। সাহিত্যিক রাজশেখর বসু, ১৯৬০ সালের ২৭ এপ্রিল; ১০। আফ্রিকা মহাদেশে, লোমে, ১৯৬০ সালের ২৭ এপ্রিল; ১১। বিজ্ঞানী গুগলিয়েমো মার্কনি, ১৯০৯ সালে, জন্ম ১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল; ১২। ১৯৮২ সালের ২৫ এপ্রিল, সত্যজিৎ রায়ের সদগতি ও শতরঞ্জ কি খিলাড়ি।

রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ এপ্রিল : একাদশ বর্ষ রাঢ়বাংলা কবিতা উৎসব এবার অনুষ্ঠিত হবে দুর্গাপুরে। আগামী ১৭ মে রবিবার সকল ৯টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য। বাংলা হিন্দি উর্দু এবং সাঁওতালি ভাষার প্রায় ৮০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে এতে অংশ নেবেন। এবার দুর্গাপুরের প্রবীণ কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শান্তিময় পণ্ডিত মহাশয়কে সম্মাননা জানানো হবে। এবারের কবিতার মূল ভাবনা 'অস্থির এ সময়'।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটি। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র ও সুকমল সেন এ খবর জানিয়েছেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস ও বসুন্ধরা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বুদবুদ-গলসি, কাঁকসা ও দুর্গাপুর বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ ও ২২ এপ্রিল সাঁকো, খেতুরা, বুদবুদ, আমলাজোড়া ও দুর্গাপুরে বিভিন্ন আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভাগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষকর্মীদের কাছে এবারের বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের শ্লোগান 'ক্ষেত থেকে পাত / নিরাপদে খাও ভাত' এবং বসুন্ধরা দিবসের শ্লোগান 'জলের বিস্ময়কর জগৎ' সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে রাম প্রণয় গাঙ্গুলি, জয়ন্ত হাজরা, অশোক পাঠক, অরুণ কিরণ চ্যাটার্জী, দেবারতি রায় ও শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ। প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগ স্থাপিত হয়।

পরপর ধাক্কায় বেসামাল কৃষক

—প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থাকে।

জামালপুরের বাহাদুরপুর গ্রামের কৃষক আরশাদ আলি মোল্লার পরিবার সূত্রে জানা যায় ৬ বিঘা জমি আলু চাষ করেন। একছটাক আলুও বিক্রি করতে পারেনি। তার আগে জলের দরে আমন ধান বিক্রি করে আলু চাষ করেন মোল্লা। আলুর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বোরো চাষ করেন ঋণ নিয়ে। এরই মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয় ২ জ্যৈষ্ঠ মাসে। ভেবেছিলেন বোরো ধান বিক্রি করে পাত্রপক্ষের পণ মেটাবেন। সে আশাতেও জল ঢেলে দেয় ২৩ এপ্রিলের শিলা বৃষ্টি। মাঠ থেকে 'পাকা ধানে মই' দেওয়া দেখে আর ঠিক রাখতে পারেন নি নিজেকে। শেষে নিজের বাড়িতেই গলায় গামছা দিয়ে ঝুলে পড়ে ঋণের হাত থেকে মুক্তি নেন।

জেলাতে এবার বোরো চাষ হয় দেড় লক্ষ হেক্টর জমিতে। কোথাও ধান কাটার কাজ চলছে। কোথাও আবার পাকা ধান মাথা নুইয়ে আছে। এর মধ্যে জেলার ৮টি ব্লকে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমিত শিলা বৃষ্টির ক্ষতির কবলে পড়ে। কৃষি দপ্তরের সূত্রে মেমারি-১ ও ২, ভাতাড়, খণ্ডঘোষ, রায়না-২, বর্ধমান সদর - ১ ও ২, আউশগ্রাম ও মঙ্গলকোটে শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। ধান পাকার পর থেকেই কালবৈশাখি পিছু ছাড়ছে না। ঝড় ও শিলাবৃষ্টি লেগেই আছে। রায়না-২ ব্লকের পাষন্ডা গ্রামের চাষি রাজেশ ২০ বিঘা জমির মালিক। তিনি আমন, আলু, বোরো তিনটি চাষই করেন। ক্ষতি সামলানো তো দূর অস্ত। যা খরচ বোরো চাষে তার অর্ধেকও উঠবে না। আমন ধান ও অবিক্রি। আত্মহত্যা ছাড়া মুক্তির রাস্তা কী?

এবার বোরো চাষে বিঘা পিছু খরচ ১১ হাজারটাকা। ধানের গড় উৎপাদন বিঘা পিছু ১২-১৪ বস্তা। দাম নামতে নামতে চারশো টাকা বস্তা (৬০ কেজি) হয়েছে। যা ২০ বছর আগের দর। ফলে ১৪ বস্তা ধান বিক্রি করলে ৫৬০০ টাকা উঠবে। সরকারি দাম ৮২৫ টাকা বস্তা (৬০ কেজি) পোয়াবারো অবস্থা এখন আড়তদার এবং মিল মালিকদের। গরজের দামে অর্থাৎ জলের দরে ধান কিনে মোটা টাকা লাভ ঘরে তুলছে। যা গত সরকারের আমলে পারেনি। এমনকি যে সমস্ত মিল বন্ধ রেখেছিল লাভের অভাবে সেই মিলগুলি এখন আবার খুলছে। চালের দাম বেড়েই চলেছে। ধানের দাম কমছে জলের দরে। ফলে লাভের কড়ি গুনছে মিল মালিক। ধানের ফাঁসে আত্মহত্যা বাড়ছে চাষির।

এখন একটাই প্রশ্ন চাষির মাজা সোজা করা বা ঘুরে দাঁড়ানোর উপায়?

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি আঙ্গুর দাস, স্বামী - সাধন কুমার দাস ওরফে সাধন দাস, হাফিজুল্লা বেড়, কালনা রোড, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৭ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বিভিন্ন নথিপত্রে আমার নাম আঙ্গুর দাস নথিভুক্ত আছে কিন্তু আমার রেশন কার্ডে তা ভুলবশত আঙ্গুর বালা দাস নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র আঙ্গুর দাস নামে পরিচিত হলাম। আঙ্গুর দাস ও আঙ্গুর বালা দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অনুরাধা রায়, পিতা - দীপক কুমার রায়, জগৎবেড়, কালাচাঁদ তলা দক্ষিণ, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক, কলকাতার নিকট ২৩, এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম অনুরাধা রায় ও জন্ম তারিখ ১৬-০৩-১৯৯৬। কিন্তু রেশনকার্ডে আমার ডাক নাম প্রিয়াঙ্কা রায় নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র অনুরাধা রায় নামে পরিচিত হলাম। অনুরাধা রায় ও প্রিয়াঙ্কা রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

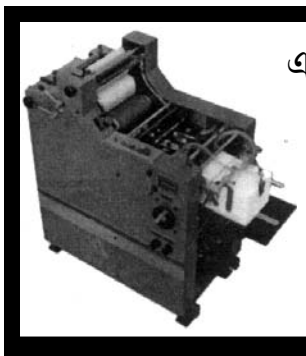

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

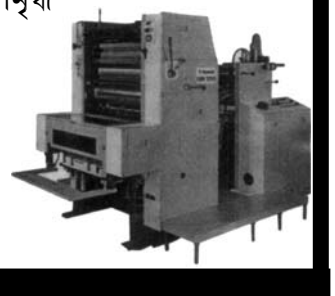

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা